বহুমুখী জ্বালানি
সমৃদ্ধ আগামী

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস - ২০২২

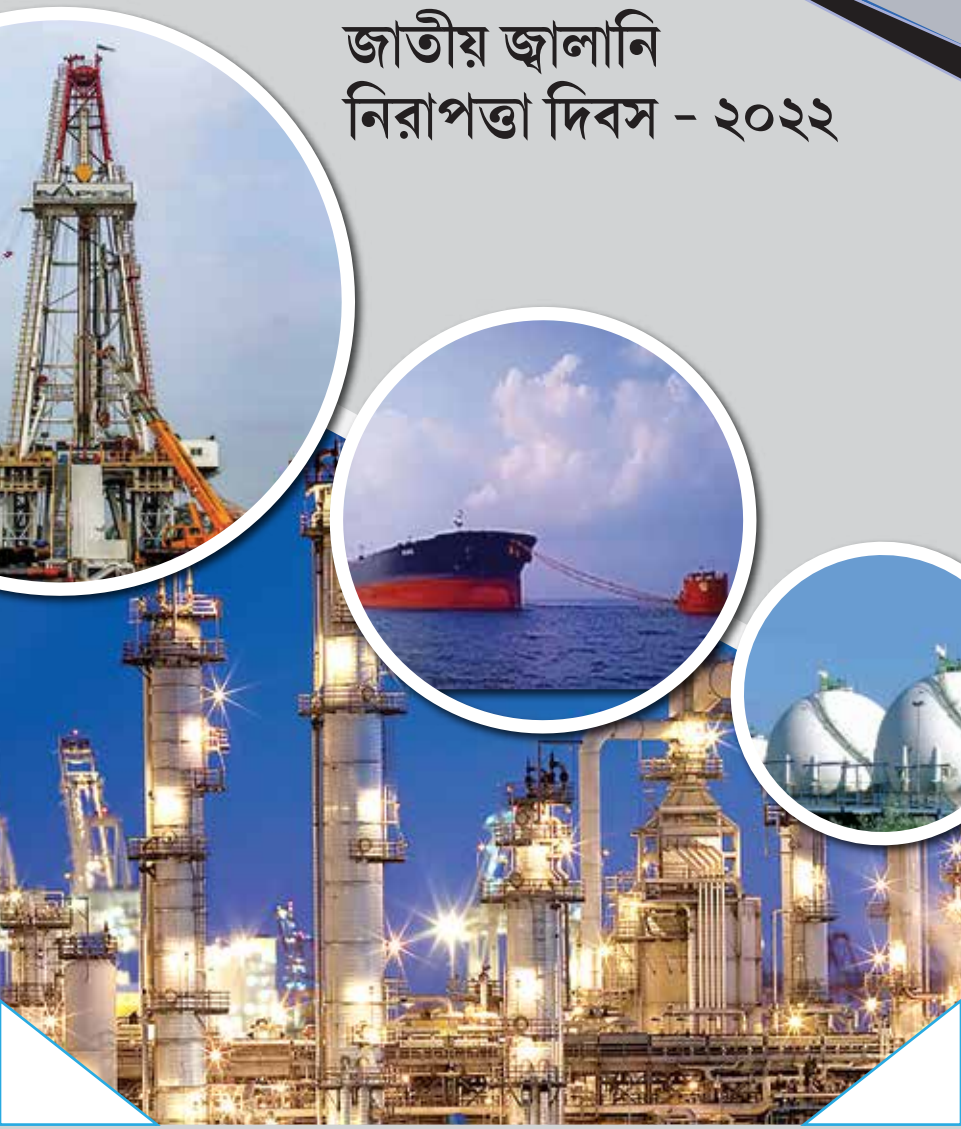

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

আগস্ট ২০২২

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫ টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে এ সকল গ্যাসক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত প্রায় এক যুগ ধরে দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে।

বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রাষ্ট্র), রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত রাষ্ট্র), সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক মোট ৩১,৭৬০.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২২,২৬৬.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তায় চলমান কার্যক্রম

(১) কূপ খনন/ওয়ার্কওভারঃ সাম্প্রতিক সময়ে ২টি (শ্রীকাইল ইস্ট-১ এবং জকিগঞ্জ-১) নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি সিলেট- ৯নং কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গেছে। এছাড়া ৫ টি কূপ খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ৬ টি কূপের ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। (২) প্রসেস প্লান্ট/মিনি রিফাইনারি স্থাপনঃ পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ হয়েছে। (৩) নতুন সঞ্চালন (৫৩৪ কিমি) পাইপলাইন এবং বিতরণ পাইপলাইন (১৫৭ কি.মি.) নির্মাণ (৪) তেল পরিবহন পাইপলাইন (৬২০ কি.মি.) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। (৫) ইন্সটলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন (৬) ওয়েলহেড কম্প্রেসর (১৯টি) স্থাপন (৭) গ্যাস প্রিপেইড মিটার (৪.৭০ লক্ষ) স্থাপন (৮) ২ডি/৩ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন (৯) মহেশখালির মাতারবাড়িতে এলএনজি টার্মিনাল ডেভেলপার নির্বাচন। (১০) স্পট ভিত্তিতে এলএনজি আমদানি (১১) ওমান ও কাতার থেকে দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি আমদানি (১২) ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ (৩.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন) (১৩) বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে আগামী ৬ বছরে ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন (১৪) মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানির লিমিটেড এর সাথে জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। (১৫) মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে (গভীর-অগভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধান) (১৬) অফশোর বিডিং রাউন্ড এর জন্য Production Sharing Contract (PSC) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

এক যুগে জ্বালানি খাতের অর্জন

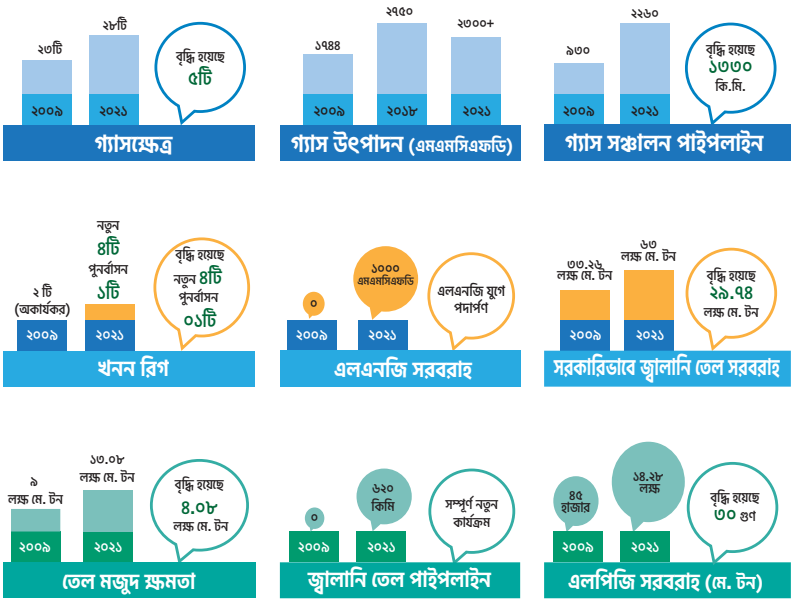

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশজ জ্বালানির অন্যতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ এবং কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির কাজও করছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলার আওতায় ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানিঃ ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টিঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টিঃ বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টিঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টিঃ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টিঃ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং চ) মাইনিং কোম্পানি ২টিঃ বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড।

এক নজরে গ্যাস সেক্টর

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৮টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	২০টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১০৪টি
গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৩১৩ এমএমসিএফডি (জুন, ২০২২)
রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ ক্ষমতা	১,০০০ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস সরবরাহ (এলএনজি সহ)	৩,৩৬৪ এমএমসিএফডি (২৩ জুন, ২০২১)
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৮.৫৯ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন	১৯.৫৩ টিসিএফ
অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	৯.০৬ টিসিএফ
গ্যাস গ্রাহক সংখ্যা	প্রায় ৪৩ লক্ষ

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার (২০২০-২১)

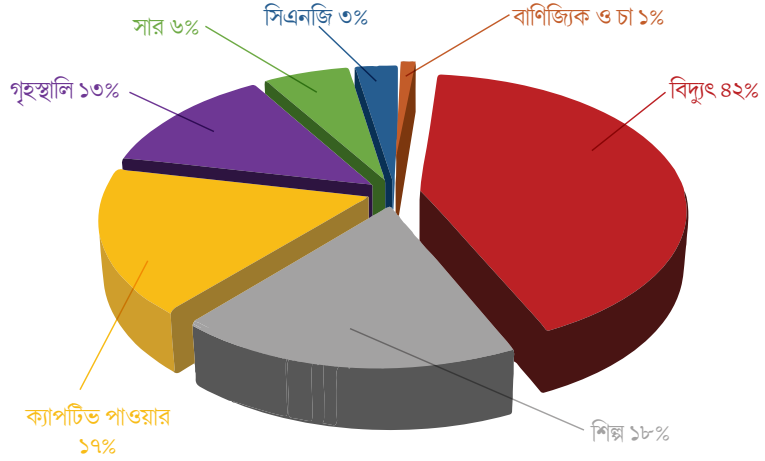

কনডেনসেট থেকে উৎপাদিত পণ্য (জুলাই, ২০২১-মার্চ, ২০২২)

পণ্য	পরিমান (হাজার লিটার/ মেট্রিক টন*)
পেট্রোল	১৭৩৯০৩.৮
ডিজেল	১৪,৪১৯.৯৮
কেরোসিন	২২,৬৩৫.৩০
অকটেন	২২,৬২২.৭১
এলপিজি	৯৫৭*

২০০৯ - ২০২১ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্রঃ

বিবরণ	২০০৯	২০২১	বৃদ্ধি
দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ	১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট	২,৭৫২ মিলিয়ন ঘনফুট	১,০০৮ মিলিয়ন ঘনফুট
এলএনজি আমদানি সক্ষমতা	০	১০০০ এমএমসিএফডি	১০০০ এমএমসিএফডি
গ্যাসক্ষেত্র	২৩টি	২৮টি	৫টি
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ	৯৩০ কিঃমিঃ	২১২৪.৬৪ কিঃমিঃ	১১৯৪.৬৪ কিঃমিঃ
খনন রিগ সংগ্রহ	-----	৪টি ক্রয় ও ১টি পুনর্বাসন	৫টি
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ	২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ	৩১,৫০২ লাইন কিঃমিঃ	২৮,৮২২ লাইন কিঃমিঃ
তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ	৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ	৬,০৬১ বর্গ কিঃমিঃ	৫,২৯৫ বর্গ কিঃমিঃ
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ	১৯,৭৭৩ লাইন কিঃমিঃ	১৯,২১৬ লাইন কিঃমিঃ
সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ	৩৩.২৬ লক্ষ মেঃটন	৬৩ লক্ষ মেঃ টন দিন	২৯.৭৪ লক্ষ মেঃ টন
জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা	৩০ দিন (৮.৯৩ লক্ষ মেঃটন)	৪০-৪৫ দিন (১৩.০৮ লক্ষ মেঃটন)	১০-১৫ দিন (৪.১৫ লক্ষ মেঃটন)
এলপিজি সরবরাহ	৪৫ হাজার মেঃ টন	১৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন	১৩.৮৩ লক্ষ মেঃ টন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সে বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয় সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-এর দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। যুগান্তকারী সে সিদ্ধান্তের সুফল আজও দেশের মানুষ পাচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সারাদেশে সরকার নির্ধারিত একই মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয় করছে। দেশব্যাপী জ্বালানি তেলের সুসংগঠিত সরবরাহ, মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থার কারণে দেশে কখনো জ্বালানি তেলের সংকট পরিলক্ষিত হয়নি বা ঘাটতির কারণে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। বিপিসির আওতাধীন ০৭টি কোম্পানিঃ ক) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ খ) মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড গ) যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ঘ) ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড ঙ) এলপি গ্যাস লিঃ চ) ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস এন্ড ব্লেন্ডার্স এবং ছ) স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিঃ। বিপিসির সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে এসে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড তাদের বার্ষিক পরিশোধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ মে.টন ক্রুড অয়েল পরিশোধন) অর্জনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। বিপিসি দেশব্যাপী জ্বালানি তেল নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন তেল সরবরাহের লক্ষ্যে ৬২০ কিলোমিটার তেল পাইপলাইন নির্মাণ করছে।

গত ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিগত ১৩ বছরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে । যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ২৫৮,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে । জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য মোট ৬২০ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রবক্ষে ভাসমান আমদানিকৃত তেল মাদার ভেসেল

হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের প্রধান স্থাপনায় সরবরাহের সুবিধাদি স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। প্রধান স্থাপনা হতে চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ ডিপোতে সরবরাহ করা হবে। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে তার কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ অনুযায়ী বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্জলনীয় তরল পদার্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এ পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

বর্তমান সরকারের শাসনামলে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহিত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি এবং অগ্রসরমান শিল্পায়নে গ্যাস ও প্রজ্জলনীয় তরল পদার্থের অধিক ব্যবহারের কারণে দেশব্যাপী বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিদপ্তরে বর্তমানে কর্মরত ৫৮ জন জনবল দ্বারা ক্রমবর্ধমান ব্যাপক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং সেবা গ্রহীতাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান কষ্টসাধ্য হওয়ায় জনস্বার্থে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের আধুনিকায়ন এবং সক্ষমতাবৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণের পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক সংস্থা হিসেবে ২০১৪ সালের ০১ জানুয়ারি হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কাজ শুরু করেছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন টেকনিক্যাল কার্যক্রম যেমনঃ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ টেকনিক্যাল রিপোর্ট প্রণয়ন, এসডিজি টেমপ্লেট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন, পেট্রোবাংলা'র কোম্পানিসমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন (১ম ও ২য় খন্ড) এবং বিপিসি'র কোম্পানি সমূহের আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত অন্তবর্তীকালীন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে স্টাডি/গবেষণা করার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং কোম্পানিসমূহের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে।

বছরভিত্তিক (২০০৮ - ২০২১) বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার Mtoe

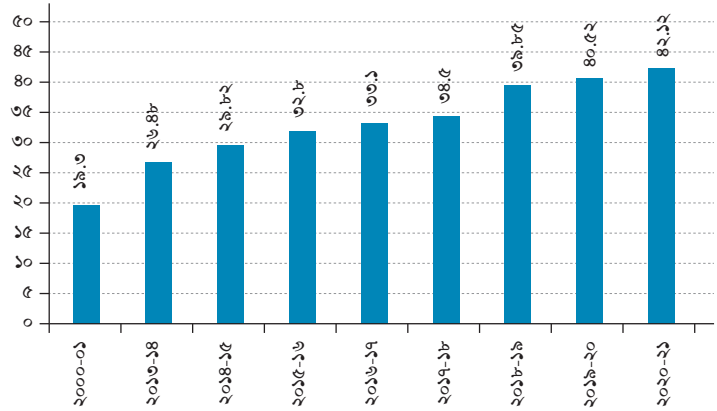

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০০৯-১০ সাল থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০টি করে মোট ২৫১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে মোট ৭৭৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

দেশের খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও খনিজ সম্পদ খাত হতে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ৫০ টি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি, ৭৮ টি সিলিকা বালু কোয়ারি এবং ১৬ টি সাদামাটি কোয়ারিকে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত খাত হতে ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বিএমডি কর্তৃক বছরভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের চিত্রঃ

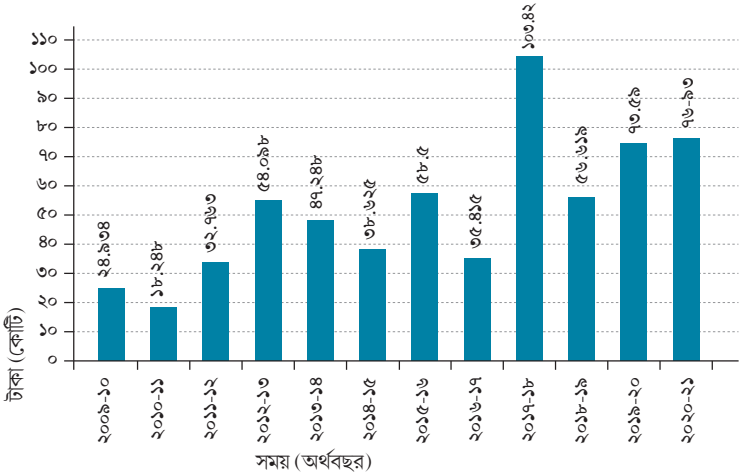

দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে কয়লা অন্যতম যা মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। জিএসবি মোট চারটি কয়লা ক্ষেত্র আবিস্কার করেছে যথা, জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ (১৯৬২ সালে), দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া (১৯৮৫ সালে), রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন খালাশপীর (১৯৮৯ সালে) এবং দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন দীঘিপাড়া (১৯৯৫ সালে)।

জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা খনিতে প্রাপ্ত কয়লার গুনাগুণসহ, মজুদ ও অন্যান্য তথ্যঃ

কয়লা ক্ষেত্র	আয়তন (ব.কি.মি.)	কয়লার সিমের গভীরতা (মি.)	গড় সালফার %	গড় ক্যালোরিফিক ভ্যালু (বিটিইউ)	মজুদ (মিলিয়ন মে.ট.)
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	১১.৫	৬৪০-১১৫৮	০.৬	১১০০০	৫৪৫০
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	৬.৬৮	১১৮-৫০৯	০.৫৩	১১০৪০	৩৯০
খালাসপীর, রংপুর	৭.৫	২২২-৫১৬	০.৭৭	১২৭০০	৬৮৫
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	২৪	৩২৮-৪৫৫	১.১৪	১৩০৯০	৭০৬
				মোট মজুদ	**৭,২৩১**

আবিষ্কৃত কয়লার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯৪০ বিলিয়ন ডলার। এছাড়াও দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় জিএসবি আবিষ্কৃত সম্ভাব্য ৬২৫ মি. মে. টন লৌহ আকরিকের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৬ বিলিয়ন ডলার।

ব্লু ইকোনমি সেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক Territorial Waters and Maritime Zones Act, l974 প্রবর্তন করা হয়। International Tribunal for the Law on the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের আওতায় ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে।